Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 42 min.21 sec.
ID: IDI_AMR203_SLM_UnQ_Bo_R_11 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	45	BA	Unqualified seller/prescriber	Human	22 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তাঃ আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি, কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষণা করছি যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি মানুষ এবং বাসাবাড়িসমূহে পশুপাখি যখন অসুস্থ্য হয় তখন তারা কি করে। পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য কোথায় যায় এবং অসুস্থ্যতার সময়ের জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। ওষুধের দোকানের মালিক বা অপ্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসাসেবা প্রদান করে অথবা যিনি এন্টোবায়োটিক বিক্রি বা প্রদান করে তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে তারা কিভাবে এন্টোবায়োটিক বিক্রয় এবং সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তো ভাইজান আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য নিব সেইটা সম্পূর্ন গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সম্পূর্ন গোপনভাবে এইটা আমরা মহাখালী কলেরা হাসপাতালে সংরক্ষন করবো। শুধুমাত্র গবেষনার কাজে এইটা ব্যবহার করা হবে। তো ভাইজান কেমন আছেন?

উত্তরদাতাঃ আল্লাহ ভাল রাখছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল আছেন, না? আচ্ছা। যাক আলহামদুলিল্লাহ। তো প্রথমেই আমি যেই জিনিসটা আমি ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম সেইটা হচ্ছে যে, মানে আপনি যদি আপনার এই ওষুধের দোকান এবং এই পেশা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত খুলে বলেন? এই কতদিন যাবত এই ওষুধের দোকান করতেছেন? কতদিন যাবত এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি বাইশ বছর ধরে এই পেশায় নিয়োজিত আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। আর এই ওষুধের দোকান?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দোকান ঔ বাইশ বছর ধরেই।

প্রশ্নকর্তাঃ বাইশ বছর ধরেই?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ বাইশ বছর ধরেই দোকান? আচ্ছা আচ্ছা, ও অনেক দিন! তো সাধারনত কোন ধরনের ক্রেতাদের আপনি দেখেন, মানে যা যারা আসে , এইখানে ছোট খাট অসুখ বিসুখ নিয়ে বিভিন্ন রুগী তো আসে?

উত্তরদাতাঃ ছোট খাট?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা মানে কি ধরনের রুগী আপনি দেখেন মানে কারা আসে? রুগীরা কারা?

উত্তরদাতাঃ স্বাভাবিক যাদের জ্বর আছে, ঠান্ডা কাশি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ এদেরই আমরা দেখি বরাবরই দেখি।

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া আর অন্য কোন ধরনের রোগী আসে মানে কোন ধরনের কাটা ছিড়া বা এক্সিডেন্টাল কেস বা অন্য কিছু?

উত্তরদাতাঃ কাটা ছেড়া আসে, এইটা আমরা এইখানে রাখিনা আমরা উন্নত ধরনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ রেফার করে দেন, পাঠায় দেন, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে বললেন সাধারন অসুখ বিসুখ বলতে জ্বর ঠান্ডা কাশি এইছাড়া অন্য কোন অসুখ নিয়ে কি আসে?

উত্তরদাতাঃ না না, তাছাড়া আমাদের কাছে এইগুলো আসেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার দোকানে কি কি ধরনের ওষুধ আছে ভাই এই দোকানে? ধরেন সাধারন ওষুধ, এন্টোবায়োটিক এই ধরনের কি কি ধরনের ওষুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়োটিক সিপ্রোসিন আছে, ঐটাই আমি রাখি সিপ্রোসিন যেইটা। আর ঠান্ডা জ্বরের লাইগা নাপা ট্যাবলেট ফেনারগন ট্যাবলেট এইগলাই আমরা রাখি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলো তো বললেন জ্বর ঠান্ডা, এইগুলো ছাড়া আর অন্য কোন ধরনের ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ আর অন্য কোন ধরনের কিছু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স জাতীয় আছে, মাল্টিভিটামিন প্লাস এগুলেই আমরা রাখি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো যেইটা হচ্ছে যে ..(কেউ একজন মহিলা বলছিলেন, একটু দেননা বাজান আমার একটু কাম আছে).. যেইটা বলছিলাম যে আপনার হচ্ছে সাধারন জ্বর কিছু ঠান্ডা কাশি কিছু ভিটামিন এই জাতীয় ওষুধ এবং একটা বা দুইটা এন্টোবায়োটিক এর কথা বললেন, এছাড়া আর কি কি ধরনের ওষুধ আছে? যেগুলো বললেন এই ছাড়া, এই পাশে সারিতে কিছু ওষুধ দেখতে পারতিছি.. এন্টাসিড কিছু স্যালাইন হ্যা?

উত্তরদাতাঃ খাবার স্যালাইন আছে তারপরে গ্যাসটিকের সেকলো আছে, এইগলা আমরা বিক্রি করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমাদের এইযে ক্যালসিয়াম জাতীয় ট্যাবলেট রাকি, ওমিপ্রাজল, গ্যাসট্রিকের জন্য রেনিটিড।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলা কি সাধারন নরমাল ওষুধ না এন্টোবায়োটিক এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ এইগুলা হচ্ছে গিয়া নরমাল ওষুধ এন্টোবায়োটিক না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়োটিক বললেন তাহলে কয়টা কি কি?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোসিন।

প্রশ্নকর্তাঃ সিপ্রোকসিন, একটা। আর এই ছাড়া অন্য কিছু আছে, অন্য গ্রুপের বা কিছু?

উত্তরদাতাঃ না, আর অন্য কোন ইয়ের নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। তো মানে এখন যেইটা জানতে চাচ্ছি যে প্রেসক্রিপশানে এন্টোবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে? মানে আপনি কোন সময় প্রেসক্রিপশানে এন্টোবায়োটিক লেখেন?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশানে আমি এন্টোবায়োটিক লেখিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ভাই লেখেন না কেন?

উত্তরদাতাঃ লেখিনা এইটা বড় ধরনের যদি ইয়ে হয় আমরা পাঠায়ে দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে রোগী আসলে আপনি প্রেসক্রিপশন দেন নাকি মুখে বলে দেন

উত্তরদাতাঃ না, হালকা ওষুধ দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা লিখিতভাবে দেন নাকি মুখে বলে দেন আরকি?

উত্তরদাতাঃ হ্যা লিখিতভাবে দিলে সামথিং কিছু ওষুধ দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এন্টোবায়োটিক যখন দেন তখন কি লিখে দেন যে এন্টোবায়োটিকটা এই নাম ওষুধের নাম কিভাবে খাবে বা কি? ধরেন সিপ্রোক্সিন আপনি দিচ্ছেন আপনি একজন রুগীকে মনে করলেন যে আপনি সিপ্রোক্সিন দিব উনাকে, সিদ্ধান্ত নিলেন। তো যখন দিবেন ঐ ওষুধটার নাম, প্লাস ঐটা কিভাবে খাবে ঐটা কি কাগজে প্রেসক্রিপশানে বা একটা কাগজে লেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমরা প্রেসক্রিপশানে লেইখে দিইনা। আমরা শুধু মুখে বইলা দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ মুখে বইলা দেন। তো উনি তো কোন সময় ভুলে যেতে পারে বা ভুল করতে পারে সেই জন্যে কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ কভারে চিন্ন কইরা দিয়া দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে চিন্নটা দেন?

উত্তরদাতাঃ যেমন সকালে একবার আর বিকালে একবার।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐটা কভারে কি করেন? চিন্নটা কি দিয়া দেন? কলম দিয়ে নাকি?

উত্তরদাতাঃ কভারে লেইখা দিয়া দিই। (৫মিনিট)

প্রশ্নকর্তাঃ লেইখা দিয়া দেন, আচ্ছা আচ্ছা। সকালে আমি একটা দোকানে , দেখলাম যে কেচি দিয়ে কেটে দিচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি কেচি দিয়েও কেটে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিও দেন, না? আচ্ছা আচ্ছা। সুন্দর একটা জিনিস, হ্যা। তো এখন যেইটা চাচ্ছি, সময়ের সাথে সাথে, মানে ... ভাই, সময়ের সাথে মানে দিন যাওয়ার সাথে আপনি কি মনে করতেছেন যে এন্টোবায়োটিক এর ব্যবহারটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে না কমে যাচ্ছে? আপনার কাছে কি মনে হয়? এই বিষয় যদি একটু খুলে বলেন? মানে দিন দিন এন্টোবায়োটিক এর ব্যবহারটা বাড়তেছে না কমতেছে?

উত্তরদাতাঃ আমার তো মনে হয় দিন দিন এন্টোবায়োটিক এর ব্যবহার বাড়তেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা কেন মনে হচ্ছে বাড়তেছে এইটা?

উত্তরদাতাঃ আজকাল অসুখ বিসুখের ইয়ে বেশি, এন্টোবায়োটিক ছাড়া তো যাইতেই চায়না।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুখ যেতে চায়না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্যে এন্টোবায়োটিক বেড়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার কাছে যে রোগীগুলা আসে, বেশিরভাগ যে রোগীগুলা ঐগুলা কি মানে সাধারন ওষুধ দিয়ে তাদেরকে দেন নাকি এন্টোবায়োটিক দেন তাদেরকে?

উত্তরদাতাঃ সাধারন ওষুধ দিয়ে দিয়েই আমরা বিদায় করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কোন ধরনের এন্টোবায়োটিক সচরাচর আপনি লেখে থাকেন, আচ্ছা এই বিষয়টা পরে আসবো অবশ্য। যেইটা বলছিলাম প্রেসক্রিপশানে এন্টোবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ বা উদ্যেগ কোন সময় কাজ করে বলে আপনি মনে করেছেন? অর্থাৎ এন্টোবায়োটিক যখন আপনি দিচ্ছেন মানে কোন সময় দিতে গিয়ে আপনার কোন সমস্যা হইছে? যে আমি কোনটা এন্টোবায়োটিক লিখবো বা এন্টোবায়োটিক যে দিচ্ছি ঠিক হচ্ছে কিনা বা আমি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারতেছি কিনা, এইধরনের আজকে তো প্রায় বিশ বাইশ বছর ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমার হাতে কোন ইয়ে হয়নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সমস্যা হয়নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি স্মুথলি বলে দিতে পারছেন যে এইটা খান এইটা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি, আমার হাতে কোন সমস্যা হয়নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানে অনেক সময় যে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও তো সমস্যা হয়, ইনডিসিশানে ভুগে যে আমি এইটা দিব, না এইটা দিব, না কি করবো, এই ধরনের কোন সমস্যা ফেইস করেছেন কোন সময়?

উত্তরদাতাঃ না না না।

প্রশ্নকর্তাঃ করেননাই। আচ্ছা। তো যেইটা হচ্ছে আপনি গ্রাহক বা যারা আপনার কাছে ক্রেতা এন্টোবায়োটিক কেনার জন্য আসতিছে, একটা ওষুধ দিতে গেলে সেইটার ডোজ কতদিন খাইতে হবে এইটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা রেজিস্টেন্ট এইটা সম্পর্কে কি বলেন আপনি তাদেরকে কোন দিক নির্দেশনা দেন? একটা ওষুধ যখন দিচ্ছেন এন্টোবায়োটিক, হ্যা? একজন প্যাসেন্ট বা রুগীকে তখন আপনি বলে দেন যে ডোজ কি এইটা কি বা কয়দিন খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা আমি ডোজ বইলে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ বলে দেন, না?

উত্তরদাতাঃ হ্যা তিন দিন পাচ দিন সাত দিন এইরকম বইলা দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বললেন যে চিন্ন দিয়ে দেন খাওয়ার জন্য? আর কোন দিক নির্দেশনা বা কিছু?

উত্তরদাতাঃ না, আর কোন নির্দেশনা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে বলেন যে কি সাইড ইফেক্ট হইতে পারে ওষুধটা খাইলে?

উত্তরদাতাঃ অনেক সময় দেখা যায় যে এন্টোবায়োটিক খাইলে ঠোট বা জিহ্বা দিয়ে ঠুসা ঠুসা উঠে, তখন ঐডা আমরা বন্ধ কইরা দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে ঐটা কিভাবে বুঝতে পারেন যে মানে জ্বর ঠুসা হইছে? রুগী তো নিয়ে গেলো আজকে ওষুধ? নেয়ার পর আপনি কিভাবে বুঝেন যে ওর ঠুসা উঠছে?

উত্তরদাতাঃ ঐটা রুগী আবার আসে আমাদের কাছে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, এসে কি বলে?

উত্তরদাতাঃ এসে ঐ ই ডা দেখায় আমাদের। মুখের ঠুসা বা জিহ্বাডা দেখায় তখন আমরা বুঝতে পারি যে এইটা এন্টোবায়োটিক এর কারনে হয়তো হইছে। তখন আমরা বন্ধ কইরা দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ বন্ধ করে তখন কি দেন তাকে?

উত্তরদাতাঃ বন্ধ করে তখন বলি যে দুই একদিন দেখেন কি অবস্থা হয়। তারপরে যদি ঠিক না হয় তখন আমরা উপরের লেভেলে পাঠিয়ে দিই, হাসপাতালে পাঠায়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। দুই একদিন ওষুধ না খেয়ে থাকতে বলেন যে দুই একদিন এমনিই দেখেন যে ভাল হইলো না?

উত্তরদাতাঃ হ্যা দুই একদিন দেখি যে কি হয় কি ধরনের ইয়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো যেইটা জানতে চাইছিলাম, কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টোবায়োটিক দেয়া হবে কি হবেনা, এই সিদ্ধান্ত, একটু আগেই যেইটা আমি বলতেছিলাম যে কোন একটা রোগী আসলো তাকে আপনি এন্টোবায়োটিকটা দিবেন, নাকি সাধারন ওষুধ দিবেন এই যে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়, এই সিদ্ধান্তটা ডিসিশানটা আপনি নিজে কিভাবে নেন? যে আমি যে তাকে এন্টোবায়োটিক দেয়া উচিত হবে নাকি তাকে আমি নরমান ওষুধ দিব?

উত্তরদাতাঃ ঐটা তো বললামই আমরা প্রথমেই এন্টোবায়োটিক দিইনা। প্রথমে নরমাল ওষুধ দিয়ে দিই এন্টোবায়োটিক দিই না। তারপরে মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে এন্টোবায়োটিক দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, মানে কখন দিচ্ছেন এন্টোবায়োটিকটা?

উত্তরদাতাঃ যখন দেখি একটা রুগীর তিন দিন বা পাচ দিন জ্বর বাড়ে যায় সারতিছেনা তখন আমরা হয়তো যে জিম্যাক্স বা সিপ্রোসিন এই ধরনের একটা এন্টোবায়োটিক দিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ঐটা কয়দিনের জন্য দেন?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোসিন পাচ দিন বা সাত দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, পাচ দিন বা সাত দিন। মানে দিলে কি ভাল মানে এইরকম আবার পান খবন পান যে ভাল হইছে বা রুগীটা এই হইছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা অনেকে বলে ভাল হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কি ভাল হয় না অনেকে আবার থেকে যায় বা আবার আসে এইরকম? মানে রুগীদের কি অবস্থা হয় এন্টোবায়োটিক খাওয়ার পর?

উত্তরদাতাঃ বেশিরভাগই ভাল হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু রুগী দেখা যায় ভাল হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যারা ভাল হয়না ওদের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেন পরবর্তীতে, ওরা যখন আবার আসে, আপনার কাছে আসলো যে ভাই আমাকে তো ওষুধ দিলেন আমি ভাল হইনি?

উত্তরদাতাঃ তারপরে আইটেম চেঞ্জ করে দিই। যেমন জিম্যাক্স আছে, এজিথ্রমাইসিন আছে এইটা আমরা দিয়ে দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এখন যেইটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি কি মনে করেন এন্টোবায়োটিক এর যে দাম বা বাজার মুল্য সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে? মানে ভোক্তা বা সেবা গ্রহিতা যে পরিমানে ব্যয় করে সেই পরিমান সুবিধা সে পেয়ে থাকে কিনা? মানে একটা এন্টোবায়োটিকএর যে দাম, তুলনামুলকভাবে এন্টোবায়োটিক এর দাম কি কম না বেশি সাধারন ওষুধের চেয়ে? (১০মিনিট)

১০ মিনিটের পর

উত্তরদাতাঃ একটু বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু বেশি। তাহলে সে যে বেশি দাম নিয়ে ওষুধটা নিচ্ছে তাহলে তার তো এক্সপেক্টেশন আছে, প্রত্যাশা আছে যে আমি এইটা খেয়ে নিশ্চয়ই ভালই হবো যেহেতু এইটা একটা পাওয়ারী ওষুধ বা দামী ওষুধ। কিন্তু ও যে দামদিয়ে ওষুধটা নিয়ে গেলো নিয়ে এইটা খাইলো, খেয়ে কি ও ঐপরিমান উপকার পাচ্ছে মানে সুস্থ্য হচেছ না হচ্ছে না, আপনার কি মনে হয়? মতামতটা কি? (একটু উত্তরবিহীন থাকার পর) বুঝতে পারছেন বিষয়গুলা? মানে ওষুধটা তো দামী ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ সে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলো। নিয়ে গিয়ে খাইলো। খাইলো কি জন্যে যে আমার একটা অসুখ হইছে অনেক দিন ভালো হচ্ছে না, আমি এন্টোবায়েটিক খাইলে মনে করতেছি দামী ওষুধ খাইলে ভালো হয়ে যাবো। এখন সে ভালো মানে যে পরিমান টাকাটা ব্যয় করলো সেই পরিমান লাভটা, বেনিফিটটা সে পাইলো কিনা মানে দ্রুত সে সুস্থ্য হইলো কিনা? এইটা আপনার কি মনে হয়? বেনিফিট পায় না পায় না?

উত্তরদাতাঃ বেনিফিট পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পায় নাকি মাঝে মধ্যে পায়?

উত্তরদাতাঃ মাঝে মধ্যে পায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন এন্টোবায়েটিক খাইলে সুস্থ্য হয়ে যায় না? প্রত্যেক রুগী যারা এন্টোবায়েটিক খাচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, হায়ার লেভেলের এন্টোবায়েটিক দিলেই মুলত সুস্থ্য হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হায়ার লেভেলের এন্টোবায়েটিক?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এবং হায়ার লেভেল বলতে কোনটা বুঝাচ্ছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ যেমন এজিথ্রমাইসিন।

প্রশ্নকর্তাঃ এজিথ্রমাইসিন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এজিথ্রমাইসিন গ্রপের যেইগুলা ঐগুলা আরকি।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি আমরা, আমাদের অবশ্য পরবর্তীতে আছে, জেনারেশান, ফার্স্ট জেনারেশান, সেকেন্ড জেনারেশান, থার্ড জেনারেশান। তাহলে এজিথ্রমাইসিন এইটা কোন জেনারেশান এর?

উত্তরদাতাঃ পরের আইটেম দিয়ে দিই আমরা। সিপ্রসিন যদি নিয়ে যায় তাহলে পরের আইটেম দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ পরের আইটেম হচ্ছে এজিথ্রমাইসিন বলতেছেন?

উত্তরদাতাঃ এজিথ্রমাইসিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা লোকজন সাধারনতঃ কিভাবে এন্টোবায়েটিক গ্রহণ করে থাকেন, কিনে থাকেন? তারা কি এন্টোবায়েটিক ট্যাবলেট বা ওষুধের পুরা কোর্স কিনেন নাকি তারা মানে পুরা ডোজ কিনে থাকে নাকি অল্প করে কিনে লোকজন?

উত্তরদাতাঃ আমাদের এইখানে অল্প করেই কিনে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন অল্প করে কিনে?

উত্তরদাতাঃ গ্রামে টাকা পয়সা কম এই জন্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আজকে ধরেন একজনকে পাচদিনের জন্য আপনি দিলেন, উনি কয়দিনের জন্য নেয়?

উত্তরদাতাঃ প্রথমে দুই থেকে তিন দিনের নিবে। তারপরে আবার আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু, মানে দুই তিন দিনের মধ্যে যদি সে সুস্থ্য হয়ে যায় তাইলে কি আর আসে?

উত্তরদাতাঃ তিন দিনের মধ্যে সুস্থ্য হলে আর্ আসেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আসে না? হা হা হা। তাইলে এই যে সে যে সুস্থ্য হয়ে আর আসতেছেনা, তার তো কোর্সটা কম্প্লিট হলো না?

উত্তরদাতাঃ কম্প্লিট হইলো না।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি কম্প্লিট না হয় তাহলে কি কোন সমস্যা হইতে পারে এ রোগীটার?

উত্তরদাতাঃ সমস্যা হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিরকম সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এইটার মধ্যে বেকটিরিয়া থেকেই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বেকটিরিয়া থেকে গেলে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতাঃ আবার হয়তো জ্বরডা বা (ভাই আসেন, আসেন আসেন)

প্রশ্নকর্তাঃ আবার জ্বরটা?

উত্তরদাতাঃ জ্বরটা আসতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বা আসবে, আসতেই হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কোন নির্দেশনা থাকে? তাদেরকে কিছু বলার থাকে যে, যে আসতেছে না বা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা আমিতো বইলে দেই যে এইটা কোর্স কম্প্লিট ক্রতে হবে। (ভাই বসেন)

প্রশ্নকর্তাঃ কোর্স কম্প্লিট করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তাইলে.. লাইটটা একটু দেয়া যাবে? লাইট?

উত্তরদাতাঃ ভাই দেখেন।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যেইটা বলতেছিলাম .. তাইলে যেইটা আমি আলোচনা করতেছিলাম সেইটা হচ্ছে যে মানে যখন সে ওষুধ নেয় তাহলে সে পুরা কোর্স কম্প্লিট যদি না করে এন্টোবায়েটিক, তাইলে বলতেছেন যে রোগটা, তার মধ্যে বেকটিরিয়াটা থেকেই গেলো?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ থেকে গেলে কি ক্ষতি হবে তার? ভবিষ্যতে?

উত্তরদাতাঃ ভবিষ্যতে রোগটা তার আবারও হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার হবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আবার হলে তার কি কি সমস্যা হচ্ছে? সে তো আবার..

উত্তরদাতাঃ আবারও ঐ ডোজটা কম্প্লিট করতেই হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার আপনার কাছে আসলো, তখন কি সেই আগের ওষুধ খাইলেই হবে নাকি তাকে অন্য কোন ওষুধ খাইতে দিবেন?

উত্তরদাতাঃ না না না, তখন আবার ঐ আগের ওষুধটাই দিব।

প্রশ্নকর্তাঃ আগের ওষুধটাই দিবেন। আগের ওষুধটাই কি করতে হবে তাকে? যখন সে নিল আবারও যদি সে দুই তিন খেয়ে আর না খায়?

উত্তরদাতাঃ তখন আমরা বলে দেই কিন্তু টাকার অভাবে নিতেছেনা তো! গ্রামের যেহেতু টাকার অভাবে নিতেছেনাতো।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে বেশিরভাগ কি নেয়না নাকি অল্প কয়েকজন আছে যে পুরা কোর্স কিনে না?

উত্তরদাতাঃ বেশিরভাগই নেয়না। আংশিক কিছু লোক এরা পুরা ডোজ কম্প্লিট করে?

প্রশ্নকর্তাঃ যারা নেয়না ওদেরকে আপনারা বুদ্ধি পরামর্শ কিছু কি দেন? বলেন কিছু?

উত্তরদাতাঃ তারা হয়তো.. কি বুদ্ধি পরামর্শ দিব! তারা দরিদ্র লোক তো!

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। মানে আপনি কি ভাইজান ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশান না দিলে মৌখিকভাবে যে বলেন সেক্ষেত্রে সাধারন ওষুধের চেয়ে, যেইটা হচ্ছে যখন আপনি হচ্ছে মৌখিকভাবে কাউকে প্রেসক্রিপশান দিচ্ছেন বা বলে দিচ্ছেন যে আপনি এন্টোবায়েটিক ওষুধ দিচ্ছেন, দেয়ার সময় আপনি সাধারন ওষুধের চেয়ে এন্টোবায়েটিক কে কি বেশি প্রাধান্য দেন যে সাধারন ওষুধ না নিয়ে আমি যদি এন্টোবায়েটিক দিয়ে দিই। মানে এন্টোবায়েটিক টা বেশি দেন না সাধারন ওষুধ বেশি দেন?

উত্তরদাতাঃ সাধারন ওষুধ বেশি দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন বেশি দেন? সাধারন ওষুধ দেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ এন্টোবায়েটিক .. অনেকের টাকা হয়না। এন্টোবায়েটিক এর মূল্য বেশি। আর এরা ডোজও কম্প্লিট করতে পারেনা। এই জন্যে আমরা সাধারন ওষুধগুলা বেশি দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। আচ্ছা অন্য ওষুধের সাথে এন্টোবায়েটিক এর কোন পার্থক্য আছে? সাধারন ওষুধের সাথে এন্টোবায়েটিক এর কোন ডিফারেন্স আছে? পার্থক্য?

উত্তরদাতাঃ সাধারন ওষুধ খেলে কোন রিয়েকশান করেনা। আর এন্টোবায়েটিক খাইলে রিয়েকশান করে আর সাধারন ওষুধের মুল্য কম। এন্টোবায়েটিক ওষুধের মূল্য বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ চমৎকার, মানে সুন্দরই। আর কিছু কি আছে ভাই। মানে সুন্দর একটা ইয়ে বলছেন, আমারও খুব ভাল লাগছে জিনিসটা। তো লোকে কি প্রেসক্রিমশান ছাড়া এন্টোবায়েটিক চেয়ে থাকে? আপনাদের কাছে যে রুগীরা আসে ওরা কি মানে প্রেসক্রিপশান ছাড়াই আে যে ভাই আমাকে অমুক এন্টোবায়েটিক দেন?

উত্তরদাতাঃ শতকরা দুই চারজন লোক আমার ধারে আসে এন্টোবায়েটিক এর জন্য আর আর গুলা আসেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা, মানে যারা আসলো দুই একজন সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন, যখন এসে বললো যে ভাই আমাকে সিপ্রোক্সিন দেন বা ফাইমক্সিন দেন?

উত্তরদাতাঃ তখন আমরা দিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন মানে সে মৌখিকভাবে বললে আপনারা দিয়ে দেন নাকি আপনারা তাদের কাছে কিছু দেখতে চান বা বলেন কয়টা দিব বা কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, জ্বি জ্বি। মৌখিকভাবে তার শুনে, কয়টা দিব এইটা তার কাছে জিজ্ঞেস করে আমরা দিয়ে দিই। ১৫.৪৬ মিনিট

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যে কয়টা বলে দিয়ে দেন? ঠিক আছে। তো মানে আপনি কি মুখে মুখে মানে এন্টোবায়েটিক প্রেসক্রাইব করেন না যে মৌখিক ভাবে বলে দেন যে এন্টোবায়েটিক এইটা দিলাম আপনি এই এই ভাবে খাইয়েন, এইটা বলেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি। আমরা মুখে এইভাবে বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো একটা ওষুধ যখন দিচ্ছেন এন্টোবায়েটিক, ঐটা তো একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর খেতে হয় বা যতটুকু আমি জানি। আমি একচুয়েলি ডাক্তার না যে কতক্ষন পর পর ক্ষেতে হবে বা কিভাবে খেতে হবে। কিভাবে কোর্স কম্প্লিট করতে হবে এই বিষয়ে কোন ইনফরমেশন দেন?

উত্তরদাতাঃ দেওয়ার সময় দিয়ে থাকি, ২৪ ঘন্টায় দুইবার, সকালে একটা আর বিকালে একটা, এইভাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেউ যদি ২৪ ঘন্টায় দুইবার, টাইমলি যদি না খায়, ধরেন এক দিন ভুলে গেলো বা সমস্যা হলো তখন কি তার কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতাঃ সমস্যা তো হবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি সমস্যা হবে ভাই?

উত্তরদাতাঃ তার ব্যাকটিরিয়া থেকেই যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইবার একটু যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতিছি সেইটা হচ্ছে ঝুকি, ঝুকি সম্পর্কিত বিষয়। এমন হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন এন্টোবায়েটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে? এন্টোবায়েটিক খাইলে ঐটা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যথাযথ বা কার্যকরীভাবে কাজ করে এইটা? একটা রোগ হলো জ্বর বা মারাত্বক (১৭.৫, বোঝা যায় না)। আপনি একটা এন্টোবায়েটিক দিলেন সিপ্রোক্সিন বা এজিথ্রমাইসিন দিলেন, দেয়ার পর আপনি কি মনে করতিছেন ঐ এন্টোবায়েটিকটা যথাযথভাবে কাজ করে রোগ ভাল করার জন্য, জ্বর ভাল করার জন্য?

উত্তরদাতাঃ আমরা তো মনে করে এইটা মনে কইরা দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা মনে কইরা দেন। আচ্ছা, মানে কি কি উপায়ে এইটা কাজ করে, ধরেন একটা এন্টোবায়েটিক সে খাইলো একটা জ্বর হইলো জ্বর হইলে কি দেন কোনটা দেন?

উত্তরদাতাঃ এই সিপ্রোসিন দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ সিপ্রোসিন টা খাওয়ার পরে রোগীর শরীরে গিয়ে ঐটা কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোসিন টা খাইলে মনে করেন রোগীর জ্বরডা যাবেগা। আর শরীরটা একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। তাপমাত্রা কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও যখন জিনিসটা খাইলো, পানি দিয়ে খাইলো, শরীরে গিয়ে আর কি কি কাজ করে এন্টোবায়েটিক?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক এ বিভিন্ন .. দেহের মধ্যে যদি কোন ক্ষত বিক্ষত থাকে তাহলে ঐডে সেরে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এইটা কাজ করে, এন্টোবায়েটিক? যেমন বললেন ক্ষত টত থাকলে এইগুলা ভাল করে, জ্বর ভাল করে, আর কি কাজ করে এন্টোবায়েটিক? কোন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে আর?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক যেমন ঠান্ডা কফ কাশিরও কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর? আর দুই একটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ তারপরে টায়ফয়েড।

প্রশ্নকর্তাঃ চমৎকার। আর?

উত্তরদাতাঃ তারপরে দীর্ঘ্যমেয়াদী জ্বর যাদের আছে এগুলাও কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি দুই একটা বলতে পারবেন? আর কি কি অসুখের বিরুদ্ধে কাজ করে এন্টোবায়েটিক? আচ্ছা যেগুলো বললেন ভাইজান আমাকে বেশ কয়েকটা এন্টোবায়েটিক এর নাম বললেন এর মধ্যে কোন গ্রুপের ওষুধটা ভাল ভাবে কাজ করে এন্টোবায়েটিক?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক সবচেয়ে এজিথ্রমাইসিনই ভাল কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন? এজিথ্রমাইসিনটা কেন ভাল কাজ করে? মানে এজিথ্রমাইসিন গ্রপ যেইটা বলতেছেন এইটা কেন ভাল কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ এইটা হলো গুনগত মানের একটু ইয়ে বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা গুনগত মান বলতে বোঝাচ্ছেন যে ওষুধের যে মেটেরিয়ালস বা ওষুধের ভিতরে যে জিনিসগুলো দেয়া আছে ঐটাই বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। ঐটা ভাল এইজন্যই ভাল কাজ করে। আর কোন কারন আছে ভাল কাজ করার?

উত্তরদাতাঃ আর কি কারন!

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তো এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট এই শব্দটা তো শুনছেন, না? এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে যায়? এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট এই জিনিসটা বলতে কি বুঝেন ভাই যদি একটু খুলে বলেন্ আমাকে? আমরা তো অনেক সময় বলি যে এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে বা এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে যাবে বা হয়ে যাচ্ছে। তো এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট এইটা আসলে কি?

উত্তরদাতাঃ এইটা এন্টোবায়েটিক আমরাও আসলে শুনি। দেখি যে এন্টোবায়েটিক অনেক ক্ষতি করে। আমরাও খুব হিসাব করেই দিই। প্রেসক্রিপশন আসলে দেই বেশি, হাতে কেটে দেইই না। দুই চারটা চাইলে আমরা দিয়ে দিই। ক্ষতিকর দেইখা আমরা দেইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ না, এখন বলতেছি এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট এইটা তো একটা শব্দ। এন্টোবায়েটিক তো আপনি বুঝেনই এন্টোবায়েটিক মেডিসিন। আর রেজিস্টেন্ট একটা শব্দ। এই এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্স এই জিনিসটা দিয়ে আসলে কি বুঝেন আপনি? কি হয়? এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হলে কি হচ্ছে? একটা মানুষ এন্টোবায়েটিক খাওয়ার ফলে তার শরীরের মধ্যে এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে গেলো। ডাক্তার বললো আপনার শরীরে এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে। এই যে এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে, মানে কি? মানে তার শরীরে কি হইছে?

উত্তরদাতাঃ জিনিসটা বুঝলাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ বুঝেন নাই? ধরেন এন্টোবায়েটিক হচ্ছে ধরেন আপনার একটা ওষুধ আমাকে একটা ওষুধ দিল ডাক্তার যে আপনার এই সমস্যা, কাশির সমস্যা অনেক দিন ধরে আপনি এই এন্টোবায়েটিকটা খান। আমি এন্টোবায়েটিকটা যদি নিয়ম মাফিক না খাই তাহলে আপনি কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে রোগটা ব্যাকটেরিয়া থেকে গেলো বা জীবানু থেকে রোগটা আমার কিছুদিন পর আবার হলো, তাইলে আমার শরীরের মধ্যে যে ওষুধ খাইলে ওষুধ কি কাজ করবে?

উত্তরদাতাঃ না ওষুদ কাজ করবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ পরবর্তীতে ওষুধ যদি আমি আবার খাই ওষুধ কাজ করবে?

উত্তরদাতাঃ তখন তো কাজ করবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন কাজ করবেনা? এইযে কাজ করবেনা ওষুধ এইটা আমরা যদি বলি যে মানে রেজিস্টেন্স, আমি ডাক্তার না আমি ভাল বুঝিওনা, তো এই যে কাজ যদি না করে শরীরের মধ্যে, তাইলে যদি কাজ না করে, তাহলে আপনার তখন কি হবে আসলে আমি সেইটা জানতে চাই।

উত্তরদাতাঃ তখন কাজ না করলে হয়তো ওষুধ পাল্টায় দিতে হয়। নাহলে আমরা উপরের লেভেলে পাঠায়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু এই এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট যদি হয়ে যায় শরীরের মধ্যে যদি ওষুধ কাজ না করে তাহলে রোগ জীবানু তো শরীরের মধ্যে থেকে গেলো, তাহলে থেকে গেলে এই জীবানুটা আসলে কি হবে? পরবর্তীতে ঐ রোগীর কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতাঃ ঐ রুগীর সমস্যা আরো বাড়তে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেড়ে যাবে সমস্যাটা। আচ্ছা বেড়ে গেলে তার পরিনতি কি হতে পারে?

উত্তরদাতাঃ পরিনতি হয়তো সে হাটতে পারবেনা, কথা বলতে পারবেনা, চলাফেরা করতে পারবেনা, খাওয়া দাওয়া রুচি আসবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে তো তার মানে জীবন চলাচল করাই তার কষ্টকর হয়ে যায় । আচ্ছা তাহলে এই এন্টোবায়েটিক রেজিস্টেন্ট এই যে আমি বার বার বলতেছি এই শব্দটা কি শুনছেন ভাই আপনি কোথাও?

উত্তরদাতাঃ না আমি কোথাও শুনিনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে সঠিক নিয়ম অনুযায়ী এন্টোবায়েটিক সেবন করা উচিত?

উত্তরদাতাঃ হ্যা সঠিক নিয়মের মধ্যে এইটা সেবন করা উটিত।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সঠিক নিয়ম মাফিক এন্টোবায়েটিক সেবন করতে গিয়ে কিছু চেলেন্জ আছে মানে সেই চেলেন্জ গুলা কি কি একটু বলতে পারবেন? আপনি একটা এন্টোবায়েটিক আমাকে দিলেন আমি এইটা সঠিক নিয়মে খাবো কি খাবোনা এইটা তো সম্পূর্ন আমার উপরে নির্ভর করতিছে। তাহলে এইটা আমি যদি ঠিকমতো না খাই তাহলে এইটা তো একটা চেলেন্জ, ঠিক না? তো এইরকম চেলেন্জ কি কি হতে পারে আমি যদি সঠিকভাবে না খাই?

উত্তরদাতাঃ সঠিকভাবে না খাইলে তার চলাফেরা কষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর রোগ যেইটা রোগের কি অবস্থা হবে? রোগটা তো শরীরের মধ্যে আছে।

উত্তরদাতাঃ রোগটা তো বাড়তেই থাকবে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ একপর্যায়ে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আমি তো এন্টোবায়েটিক খাচ্ছি কিন্তু একদম নিয়মমাফিক যেভাবে খাওয়ার কথা, আমি হয়তো মাঝে ভুলে গেলাম, দুই একবেলা খাইলাম না, তাহলে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতাঃ তাহলে তো সমস্যা হবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হবে, না? আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে ভাইজান যেইটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি সেইটা হচ্ছে যে মানে পলিসি রিলেটেড ইসু, নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলা নিয়ে সেইটা হচ্ছে যে আপনি কি প্রেসক্রিপশান ছাড়া এন্টোবায়েটিক বিক্রি করেন? আপনি তো লিখিত প্রেসক্রিপশান দেন।

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশান ছাড়া এন্টোবায়েটিক দুই একজনরে দিই। যারা চায় তাদেরকে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ সাধারন ওষুধ বা বিশেষ করে এন্টোবায়েটিক এর ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা .. সংস্থা কি আপনি জানেন যারা এন্টোবায়েটিক এর ব্যবহারটা ঠিকমতো আপনি ব্যবহার করতেছেন কিনা বা এন্টোবায়েটিক ঠিকভাবে নিয়মমাফিক দিচ্ছেন কিনা এইটা দেখভাল করার জন্য সরকারী কোন অফিস থেকে কেউ কোন ভিজিটে আসে?

উত্তরদাতাঃ না কেউ আসেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ ড্রাগ সুপার বা এই ধরনের অফিস থেকে কেউ আসে?

উত্তরদাতাঃ ড্রাগ সুপাররা আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ উনারা কতদিন পরপর আসে?

উত্তরদাতাঃ ওরা বছরে দুই একবার আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়েটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন সরকারী নীতিমালা সম্পর্কে আপনি জানেন? এন্টোবায়েটিক কিভাবে ব্যবহার করে এইরকম সরকারী নীতিমালা আছে কিনা বাংলাদেশে আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক নীতিমালা সরকারীভাবে কি আমি তো..

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন প্রতিটা জিনিসেরইতো একটা নিয়ম আছে। সরকারী কিছু দিকনির্দেশনা থাকে। কিছু বইয়ের মধ্যে ধরেন কিছু মুলনীতি থাকলো যে এন্টোবায়েটিক বিক্রি করতে গেলে এই এই মাফিক এই এই করতে হবে। এইরকম কোন গাইডলাইন বা নীতিমালা সরকারের আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ নীতিমালা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দেখছেন কোন সময়?

উত্তরদাতাঃ আমি দেখিনাই তবে আমরা কয়দিন ট্রেনিং দিছি এরা বলছে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিসের ট্রেনিং ছিল?

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে করেন যে আমরা ফার্মাসিস্টের যে ট্রেনিংগুলা করছি।

প্রশ্নকর্তাঃ অল্প দিনের ট্রেনিং ছিল?

উত্তরদাতাঃ হ্যা অল্পদিনের ট্রেনিং ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিনের ট্রেনিং ছিল?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঐ তিন মাসের।

প্রশ্নকর্তাঃ তিনমাস ছিল না আরো কম ছিল?

উত্তরদাতাঃ না, তিন মাসের ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এখন যেইটা জানতে চাচ্ছি যে মানে আপনি কি মনে করেন এন্টোবায়েটিক বিক্রিরজন্যে নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধি প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক এর ঠিকমতো কোর্স কম্প্লিট না হইলে তার অসুখ তো থেকেই যাবে। এই জন্যে একটা নীতিমালার উপরে থাকতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি মনে করেন কিছু সেবাদানকারী আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টোবায়েটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন? মানে কিছু প্রেসক্রিপশান করে রোগীকে ওষুধ দেয়, ধরেন আপনাদের মতো পল্লী চিকিৎসক যারা আছেন অথবা এরা মানে এন্টোবায়েটিক দরকার নাই হয়তো সাধারন ওষুধ দিলেই হয় উনি এন্টোবায়েটিক দিয়ে দিচ্ছে, এরকম কেউ করে?

উত্তরদাতাঃ এরকম করে। আমাদের এই গ্রাম এলাকায় করে তবে আমি করিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে কোন এলাকায় করে কোন জায়গায় করে?

উত্তরদাতাঃ পার্শ্ববর্তী ছোটখাটো ইয়ে আছে, এইদিকে আছে, ভিতরে আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ উনারা করে। মানে কেন করে উনারা?

উত্তরদাতাঃ ওরা বুঝতিছেনা, বুঝেনাতো। ঠিকমতো ডোজ কম্প্লিট এরাও বুঝেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ যিনি দিচ্ছে, যিনি প্রেসক্রিপশান করতিছে?

উত্তরদাতাঃ যিনি দিচ্ছেন তিনিও বুঝতেছেনা আর যারা খাচ্ছে তারাও।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে যিনি দিচ্ছেন উনার লাভ কি? এন্টোবায়েটিকটা দিয়ে লাভ কি?

উত্তরদাতাঃ যিনি দিচ্ছে উনার লাভ তারা তো রোগটা নিয়ে কইতে পারবেনা। তারা বলে যে এইটা খাইলে হয়তো সারতে পারে। হয়তো দুইদিনের দিব। তো আসলে দুই দিনে তো যাবে না সেইটা। কমপক্ষে পাচদিন খাইতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা হচ্ছে সে বুঝে দিচ্ছে।

উত্তরদাতাঃ না বুঝে দিচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কোন ফিনান্সিয়াল আর্থিক কোন লাভ আছে?

উত্তরদাতাঃ আর্থিক কোন লাভ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ বা অন্য কোন লাভ আছে? আর্থিক ছাড়া অন্য কোন লাভ? আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন যে মানে রুগীর লাভের চেয়ে যিনি এন্টোবায়েটিক টা সরবরাহ করছেন তার আর্থিক লাভের সে এন্টোবায়েটিক প্রেসক্রিপশান দিয়ে থাকে? রুগীর হয়তো প্রয়োজন নাই, সাধারন ওষুধ দিলেই হয় সে এন্টোবায়েটিক দিয়ে দিচ্ছে, তার এন্টোবায়েটিক এর দাম বেশি, সে মনে করতিছে এন্টোবায়েটিক্ এর দাম বেশি আমি বিক্রি করলে কিছু লাভবান হবো? এইটা কি করে?

উত্তরদাতাঃ রুগীর লাভের জন্য, রুগীর ভাল হওয়ার জন্য আমরা আশা করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা এইটা তো করতেছেন কিন্তু কিছু এইরকম পল্লী চিকিৎসক বা ইয়ে আছেন যে উনি মনে করতেছেন যে এইটা সাধারন ওষুধ দিলে হয় ঠিক আছে আমি এন্টোবায়েটিক দিয়ে দিই, এইটার চেয়ে ঐটার দাম বেশি আমি আর্থিকভাবে কিছু লাভবান হইলাম? রুগীর থেকে আমি একটু বেশি পয়সা পাইলাম? এইরকম কেউ মনে করে?

উত্তরদাতাঃ এইরকম করে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনাদের এলাকায় আছে এইরকম কেউ?

উত্তরদাতাঃ আমাদের এলাকায় অনেকেই করে।

প্রশ্নকর্তাঃ করে, না?

উত্তরদাতাঃ হ্যা কিছু বেনিফিট এর আশায় করে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো প্রেকটিসটা কেমন, বেশি না কম?

উত্তরদাতাঃ আমরা, এইটা আমার ভাল লাগেনা। মনে করেন আমি ঐটা করিনা। লাভের আশায় এইটা আমি করিনা। যেখানে দেখা যায় হালকা নরমাল ধরনের ওষুধ দিলেই যাবে গা ঐটাই আমি দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি, মানে হয়তো আপনি করেননা কিন্তু অন্যান্য যারা করে উনারা কেন করতিছে যে লাভের আশায়?

উত্তরদাতাঃ লাভের আশায়।

প্রশ্নকর্তাঃ যারা করতেছে এইসব লোকের সংখ্যা কি বেশি উনারা না কম?

উত্তরদাতাঃ আংশিক কিছু আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ মাঝে মধ্যে এইটা শুনেন লোকজনের কাছে? যে উমুক তো এইরকম করে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ শুনেন, না? আচ্ছা। মানে আপনি কি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে জানেন? মানে কনজিউমার, আমরা যে প্রতিটা জিনিস ব্যবহার করি এই ধরেন এই যে ওষুধ নিচ্ছি আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ওষুধ নেওয়ার রাইট আছে আমার, আপনার দোকান থেকে বা যেকোন দোকান। আপনি যায়া বাজার থেকে একটা যেকোন জিনিস কিনতিছেন, আপনি ভোক্তা মানে ভোগ করতিছেন জিনিসটা, মাছ-মাংস, তাইলে যে তার অধিকার, আপনি যে একটা সাধারন নাগরিক হিসেবে আপনার যে একটা রাইট আছে, অধিকার, এই বিষয়টা জানেন ভোক্তার অধিকার কি? মানে জানেন কি জানেন না?

উত্তরদাতাঃ এইটা ভোক্তার অধিকার জানিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ জানেননা। আচ্ছা। যেইটা হচ্ছে একটা ব্যবস্থাপত্র, প্রেসক্রিপশানে যাতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথাযথভাবে লেখা হয় তার জন্যে কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ধরেন একটা প্রেসক্রিপশান, ডাক্তাররা যে প্রেসক্রিপশানডা লেখে, ধরেন পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার..

উত্তরদাতাঃ জি।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখানে মানে এন্টিবায়োটিক এর যথাযথভাবে পরামর্শডা লেখার জন্য কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিলে মানে জিনিসটা ভাল হবে বলে আপনি মনে করেন? একটা এন্টোবায়োটিকের মধ্যে কি লেখে, ধরেন নাম লেখলো, কয় বেলা খাইলো ডোজ এইটা দেয় আর কি লেখা থাকে?

উত্তরদাতাঃএন্টিবায়োটিকের মধ্যে আরও লেখা থাকে গ্যাসটিকের ওষুধ লেখা থাকে..

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী

উত্তরদাতাঃ তারপরে হয়তো বমির ওষুধও লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী।

উত্তরদাতাঃ তারপরে মনে করেন ব্যথার ওষুধও লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী। তাহলে মানে প্রেসক্রিপশনে এগুলো লিখলো কি ভাবে খাবে এ কথাবর্তা লিখলো এছাড়া আর কি ধরণের প্রেসকৃপশন লিখলে আরও ভালো হবে? মানে পরামর্শগুলো এ্যাডভাইসগুলো সুন্দরভাবে লেখা হয় প্রেসকৃপশনের মধ্যে তাইলে কি কি ব্যবস্থা নিলে যেমন ওষুধের নাম লিখলো,ডোজ লিখলো আর ডাক্তার কোন জিনিসটা লিখলে ভালো হতো আপনার মতামতটা কি আপনার মতে ভবিষ্যতে, হয়তো এখন লিখতেছেনা সামনে আরও লিখলে আরও ভালো হবে?

উত্তরদাতাঃ ভবিষ্যতে লিখলে আরও ভালো হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি লিখবে? আর ,আর কোন বিষয়টা উল্লেখ করবে?

উত্তরদাতাঃ কোন বিষয় উল্লেখ করবে, এই তো এই গুলা উল্লেখ করার জন্য ব্যাথার ,গ্যাসটিকের

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বী?

উত্তরদাতাঃ তারপরে মনে করেন যাইয়া ভিটামিন জাতীয় কিছু আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ না এন্টোবায়োটিকের সাথে হয়তো ওগুলা দিচ্ছে ডাক্তার কিন্তু আরও এন্টোবায়োটিকের মধ্যে ধরেন ওষুধের নাম থাকলো,কয়দিন খাবে ডোজ থাকলো কিছু বাংলায় লিখে দিচ্ছে যে এইভাবে এইভাবে খাবেন বা দেখেশুনে বা বামপাশে কি কিছু লেখা থাকে ? বাম পাশে! এক সাইডে!

উত্তরদাতাঃ লেখা থাকে চলবে বা দুই মাস।

প্রশ্নকর্তাঃ না! হাতের বাম পাশে এইটা প্রেসকৃপশনের একটা দাগের ,দাগের এই পাশে কিছু লেখা থাকে ?

উত্তরদাতাঃওই পাশে লেখা থাকে ই..ইয়া রোগের নির্ণয়ডা লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ রোগের নির্ণয়ডা লেখা থাকে তাইলে এইডেতো একটা সুন্দর জিনিস যে লিখতেছে যে বুঝতেছে যে,কি রোগ হইছে কি ওষুধ দিছে বা এখন আমি বলতিছি যে, জয়নাল ভাই আর বাড়তি কোন জিনিসটা যদি থাকে তাহলে আপনার কাছে মনে হয় যে আরও ভালো হতো জিনিসটা রোগির জন্য যিনি ওষুটা নিচ্ছে বা প্রেসকৃপশনটা পড়বে দেখবে ঠিক না! ও তো ওই জিনিসটা দেখে ওষুধটা খাবে। আর কোন জিনিসটা থাকলে আরও ভালো হতো? মানে ভবিষ্যতে হয়তো এখন না ভবিষ্যতে করলে ভালো হবে আপনার মতে? বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ ভবিষ্যতে..

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আমরা তাইলে পরের ইয়েতে যাই আপনি কি মনে করেন যে, ড্রাগ সরি .. বা ওষুধ কোম্পানিগুলা রোগিদের এন্টোবায়োটিক ব্যাবহারকে প্রভাবিত করতে পারে যে একটা ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ বা একজন প্রতিনিধি আপনি যাতে বেশি করে এন্টোবায়োটিক বিক্রি করেন বা এন্টোবায়োটিক রোগীদেরকে দেন প্রেসক্রাইব করেন, মৌখিকভাবে বলেন বা লিখিত ভাবে দেন, এইটা তারা উৎসাহিত করতে পারেন? আপনি কি এইটা বিশ্বাস করেন?

উত্তরদাতাঃ হু এইটা উৎসাহিত করে।

প্রশ্নকর্তাঃ উৎসাহিত করে তারা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে তারা তো সাধারন ওষুধ নিয়েও বলে তাদের প্রডাক্ট নিয়েও বলে মানে নরমাল ওষুধও বলে এন্টোবায়োটিকও বলে। তারা কি বেশি এন্টোবায়োটিক দিতে বলে।

উত্তরদাতাঃ না, তারা তো বলে যে আমাদের জানি রোগটা নিরাময় হয়ে যায় অসুখটা জানি ভাল হয় এই ধরনের একটা ট্রিটমেন্ট দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু দিতে গিয়ে ওদের প্রডাক্ট বিক্রি করতে গিয়ে সাধারন প্রডাক্টের চেয়ে যেন এন্টোবায়োটিক বেশি বিক্রি করেন এই বিষয়টা তারা উৎসাহিত করে যে এন্টোবায়োটিকটা ভাই ...

উত্তরদাতাঃ তারা তো আর বুঝতেছেনা, ঐটা আমরা বিবেচনা কইরা দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন তারা সরাসরি এন্টোবায়োটিক নিয়ে বলেনা যে আমাদের এই এই প্রডাক্টগুলো আছে আপনারা এইটা এইটা একটু লেখেন, এন্টোবায়োটিকগুলা লেখেন?

উত্তরদাতাঃ না, তারা ঐটা মুখে বলেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ মুখে বলেনা, কি বলে তারা?

উত্তরদাতাঃ তারা শুধু বলে যে আমাদের অসুখ যেন ভাল হয় এই ওষুধডা আমারে দিয়ে দেবেন। (সম্ভবত প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করছেন রিপ্রেজেনটেটিভের কথা আর উত্তরদাতা বলছেন রোগীর কথা)।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনার এলাকার যে লোকজন ভাইজান এরা এন্টোবায়োটিক নেয়ার জন্য কোথায় যেতে বেশি পছন্দ করে? মানে সরকারী হাসপাতালে? বেসরকারী হাসপাতালে? অথবা ওষুধের দোকানে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দোকানে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন এইখানে বেশি পছন্দ করে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দোকানে ওষুধ পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমানে। এই জন্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইগুলো তো তাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে, কিন্তু সে যদি সরকারী হাসপাতাল বা অন্য কোন প্রতিষ্টানে গেলে ..

উত্তরদাতাঃ সরকারী হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমানে এন্টিবায়োটিক পাওয়া যাইতেছেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়া যাচ্ছে না, না? আচ্ছা ঐ জন্য এরা এইখানে আসে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর? আর কেন আসে? মানে দোকানে আসার লাভটা কি আর? আর কোন লাভ আছে ভাইজান?

উত্তরদাতাঃ আর কি লাভ! মানে আমাদের এই যাদের ওষুধের দোকানগুলো আছে সবগুলা ওষুধই পাওয়া যায় এই জন্যে ওষুধের দোকানে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর তাদের দুরত্বের কোন ব্যপার আছে কিনা? বাড়ি থেকে এই দোকানগুলা কাছে, সরকারী হাসপাতাল দুরে বা ইয়ে, যেমন অনেকে আমরা ..

উত্তরদাতাঃ হ্যা, ওষুধের দোকানগুলা কাছে, আর সরকারী হাসপাতালগুলা দুরে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু ওষুধের দোকানে আসলে তো তাকে নগদে অনেক টাকা দিতে হচ্ছে। খরচ তো বেশি হচ্ছে। তাহলে কেন সে সরকারী হাসপাতাল বা অন্য জায়গায় না গিয়ে এইখানে আসতেছে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দোকানে তো সবগুলা ওষুধই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা একটা সুবিধা কিন্তু দাম.. টাকা তো দিতে হচ্ছে তার, টাকা তো যাচ্ছে।

উত্তরদাতাঃ আর আমরা তো গ্রাম এলাকার লোক, এরা বুঝতেছেনা কোন কোন সরকারী হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক, এইখানে ভালই ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কমিউনিটি ক্লিনিক, আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ দিতেছে সরকার ভালই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখানে এন্টোবায়োটিক কি দেয় উনারা?

উত্তরদাতাঃ ঐখানে এন্টোবায়োটিক, নরমাল এন্টোবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ নরমাল এন্টোবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি দেয় জানেন?

উত্তরদাতাঃ ওদের অতটুকু জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আপনি কি কোন গবাদী পশু, গৃহপালিত পশুর জন্য কোন এন্টোবায়োটিক বিক্রি করেন আপনার দোকান থেকে?

উত্তরদাতাঃ না আমি এগুলা করিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ভাই এখন আপনার সম্বন্ধে কিছু তথ্য আরেকটু দরকার সেইটা হচ্ছে যে..

উত্তরদাতাঃ শর্ট করেন নামাজটা পড়ি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। সেইটা হচ্ছে সেবাদানকারী বিক্রেতা .. ধরেন আপনি তো এইখানে শুধু মানুষের ওষুধ বিক্রি করেন, তাই না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর পশু পাখির, অন্য কোন কিছুর ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ না, পশু পাখির গুলা না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি বাইশ বছর ধরে এই পেশায় আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ বাইশ বছর ধরে, ও! অনেক দিন! আচ্ছা এন্টোবায়োটিক বিক্রির জন্য আপনি কি কোন ট্রেনিং বা প্রশিক্ষন নিছেন?

উত্তরদাতাঃ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঐযে কোর্সটা তিনমাসের।

প্রশ্নকর্তাঃ না, এন্টোবায়োটিক এর জন্য?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়োটিক এর জন্য কোন ইয়ে নেননাই। আচ্ছা এন্টোবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন কোর্স আপনি করেননি। আপনি কি ওষুধ বিষয়ক কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহন করছিলেন? যে পরীক্ষাগুলো দিছেন আপনি ঐখানের মধ্যে ওষুধ বিষয়ক কোন প্রশ্ন বা পরীক্ষা ছিল?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ বিষয়ক আমরা শুধু ঐ ড্রাগ লাইসেন্স করে (বোঝা যায়না ৩৬.২৫) ওষুধ বেচাকেনা করি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো মানে আপনার .. পড়াশুনা কতটুক করছেন ভাইজান?

উত্তরদাতাঃ আমি বি.এ. পাশ করেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার দোকানের কি লাইসেন্স আছে, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন জায়গা থেকে করছেন লাইসেন্স?

উত্তরদাতাঃ টাঙ্গাইল থেকে করেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সরকারী লাইসেন্স যেইটা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন অফিস থেকে? কোন অফিস এইটা?

উত্তরদাতাঃ ড্রাগ সুপারের অফিস।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কি মানে এই দোকানের মালিক?

উত্তরদাতাঃ জ্বি আমি এই দোকানের মালিক।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আমার এই ছিল মোটামুটি আলোচনা। তো ভাইজান আমি আরেকটা অনুরোধ করবো। আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে সেইটা হচ্ছে যে ওষুধগুলা, এন্টোবায়োটিকগুলা পেয়ে থাকেন, সেই এন্টোবায়োটিকগুলা আপনি কোন জায়গা থেকে পান? মানে কিভাবে আসে আপনার দোকানে ওষুধগুলা?

উত্তরদাতাঃ আমরা নিজে মার্কেটে যায়া কিনে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। কোন মার্কেটে যান এইটা?

উত্তরদাতাঃ যেমন মির্জাপুর যাই, কালিয়াকৈর যাই। এইদিকে শফিপুর আছে বা তক্তাচল আছে, বড় বড় দোকান থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কিনে নিয়ে আসেন নাকি উনারা দিয়ে যায়? মানে ওষুধ কোম্পানীগুলো দিয়ে যায় বা ওদের গাড়ী আসে?

উত্তরদাতাঃ ওষুধকোম্পানী দিয়ে যায় বড় বড় দোকানে। আমাদের দোকানে কম দিয়ে যায়। আমরা ছোট দোকানদার এই জন্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনাদের নিজেদেরই দিতে হয়।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সেক্ষেত্রে তো আপনার অনেক কস্টিং মানে টাকা যাচ্ছে এই যাচ্ছে ঐ যাচ্ছে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি। টাকা যাচ্ছে, অনেক কস্টিং। খরচ যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই টাকা আপনি এডজাস্ট করেন কিভাবে? টাকা যেইটা খরচ হচ্ছে যাতায়াত বাবদ ওষুধ আনার জন্যে?

উত্তরদাতাঃ এইটা তাতে আমাদের বেনিফিট একটু কম হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা মানে আপনার এইখানে যে এন্টোবায়োটিক গুলো আছে কষ্ট করে আমাকে একটু এন্টোবায়োটিকগুলো দেখাইতে হবে। এবং কোন জেনারেশনের এইটা একটু বলতে হবে ভাইজান। আর আপনি সচরাচর কোন এন্টোবায়োটিকটা লেইখা থাকেন, বেশি লেইখা থাকেন সেইটা, কোন রোগের জন্য লেইখা থাকেন এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি। তো কষ্ট করে যদি আমাকে যদি একটু দেখান, আপনার এইখানে এন্টোবায়োটিক বলতেছেন যে কয়েকটা এন্টোবায়োটিক আছে। কি কি এন্টোবায়োটিক আছে একটু যদি কষ্ট করে দেখান আমি একটু নামটা লেকে নেবো আর সাথে ঐটা কোনটা আপনি বেশি প্রেসক্রাইব করেন, দেন, এবং ঐটার নাম এবং গ্রুপটা একটু জানতে হবে, এই?

তাইলে কোন জায়গায় আছে এন্টোবায়োটিকটা একটু দেখান যদি?

উত্তরদাতাঃ এই যে সিপ্রোসিন আছে, সিপ্রোফ্লক্সাসিন আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি একটু নেন, কষ্ট করে নেন। এইটা এইটা। এইটা ছাড়া আর?

উত্তরদাতাঃ এইটা ছাড়া আমাদের, এইটা নাপা ট্যাবলেট।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি এইটা?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়োটিক এইটা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ নেন এইটা একটু। এই কি, ওষুধের হয়তো দুই কোম্পানীর দুইটা নাম।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ দুইটাই নিই। আর কিছু কি আছে এই দুইটা ছাড়া? আচ্ছা তাহলে একটু লেখে নেই ভাইজান আসেন? আমাকে একটু দেন নাম একটু লেখে নেই কাগজে।

উত্তরদাতাঃ আপনি লেখে নেন।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ লেখেন সিপ্রোসিন।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। একটু বানান সহ যদি একটু বলেন, হ্যা?

উত্তরদাতাঃ সি আই পি আর ও

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি, সি আই পি আর ও

উত্তরদাতাঃ সি আই এন

প্রশ্নকর্তাঃ সি আই এন।

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোসিন, এইটা অন্য কোম্পানীর। অসুবিধা নাই এইটাও লিইখা নেন। সিপ্রোসিন ৫০০।

প্রশ্নকর্তাঃ সিপ্রোসিন ৫০০। এইটা কোন গ্রুপ?

উত্তরদাতাঃ এইটা হলো যে সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপ।

প্রশ্নকর্তাঃ সিপ্রোফ্লক্সাসিন, না?

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোফ্লক্সাসিন।

প্রশ্নকর্তাঃ সি ই এফ ইউ আর ও এক্স আই এন ই। সিন না? সিন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন জেনারেশন ভাইজান? ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, ওষুধের জেনারেশন আছে, ফার্সট সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন, এইটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতাঃ ফার্স্ট?

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্স্ট জেনারেশন? আচ্ছা আরেকটা কোনটা বলতেছিলেন ভাইজান? দুই নাম্বারটা যেইটা?

উত্তরদাতাঃ লেখেন সিপ্রোস..

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার বানানটা কি?

উত্তরদাতাঃ এস সি আই

প্রশ্নকর্তাঃ এস সি আই?

উত্তরদাতাঃ এস সি আই,

প্রশ্নকর্তাঃ সি আই

উত্তরদাতাঃ সি আই পি আর ও এন। সিপ্রোন।

প্রশ্নকর্তাঃ সি আই পি আর ও এন ৫০০। এইটা নিচে গ্রুপটা?

উত্তরদাতাঃ একই। ঐ একই গ্রুপ।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ একই ই না? সিপ্রোফ্লক্সাসিন? তো আপনি এই দুইটার মধ্যে কোনটাকে বেশি.. এইটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতাঃ দুইটার মধ্যে আমি এই যে সিপ্রোসিন এইটার মধ্যেই আমি বেশি দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ না, এইটা কোন জেনারেশন? এইটাও ফার্স্ট জেনারেশন?

উত্তরদাতাঃ ফার্স্ট জেনারেশন।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্স্ট জেনারেশন। তাহলে তো আপনি এইটাকেই বেশি প্রেসক্রাইব করেন, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন কোন ওসুখের ক্ষেত্রে দেন ভাই জান?

উত্তরদাতাঃ এইটা দিই জ্বরের জন্য দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর, ফিবার আর?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা।

প্রশ্নকর্তাঃ কোল্ড না কাফ? ফিবার, কোল্ড না কাফ?

উত্তরদাতাঃ কাফ।

প্রশ্নকর্তাঃ কাফ, আর? আর কোন কোন অসুখের বিরুদ্ধে কাজ করে এইটা? আর কোন ওষুধের (অসুখের) বিরুদ্ধে কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ এই দুইটাই ইয়ে দিয়ে থাকি আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এই অসুখের জন্যে এইটা কাজ করে সিপ্রোক্সিন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর, ঠান্ডা, কাশি।

উত্তরদাতাঃ কাশি।

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া আর কোন অসুখের বিরুদ্ধে কাজ করে এইটা?

উত্তরদাতাঃ তিনটারই ইয়ের মধ্যে আমরা দিয়ে থাকি বেশিরভাগ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ভাইজান এই ছিল আমার মোটামুটি আলোচনা। তো আমাদের মুল আলোচনা ছিল এন্টোবায়েটিক এবং এন্টোবায়েটিক নিয়ে আলোচনা। তো অনেকগুলো বিষয় আপনার থেকে আমি জানতে পারলাম। তো অনেক সময় দিলেন আমাকে। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার ব্যবসার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। আমার জন্য দুয়া করবেন। ভাল থাকবেন। আচ্ছা আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতাঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, খোদা হাফেয।